



## 20068 - সমকামতি থেকে মুক্তির উপায়

### প্রশ্ন

আমি মুসলিম। আমার বয়স ষোল। আমি নিয়মিত নামাজ পড়ি ও রোজা রাখি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি দ্বীনদার। তবে সমস্যা হল আমি সমকামী। শুরুতে আমি আমার পতিকে নিয়ে ভাবতাম। আমার মনে হয় জনৈতিক কারণে আমি সমকামী হয়েছি। আমি খারাপ চিত্র দেখি। তবে আমি এ থেকে নিষ্কৃতি পতে চাই। আমি জীবনে কখনো যৌনকর্মে লিপ্ত হই নি। আমি সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভয় করি। আমি তাঁকে সবসময়ই ডাকি যাতনে তিনি আমাকে সাহায্য করেন।

আপনার কাছে আমার আকুল আবদে আপনাকে বাস্তব কিছু পরামর্শ দেন যাতনে আমি এই দুর্ঘটনা থেকে রহেই পতে পারি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুয়া করি আল্লাহ তোমাকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে অতি দ্রুত আরোগ্য দান করুন। তোমার হৃদয়কে সকল পঙ্কলিতা থেকে পবিত্র করে দনি। নিশ্চয় আল্লাহ এ-বিষয়ে কৃপমতাবান।

এ ধরনের মহাপাপে জড়িত হওয়ার শাস্তি যত শুলু পরকালই হবো তা নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ বিশেষে ভোগ করতে হয়। সার্বক্ষণিক আফসোস ও যন্ত্রণা হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখা এটাই তো শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট। এর সাথে যদি মারাত্মক রোগ-ব্যাধির বিষয়টি যুক্ত হয়; যোগুলোর ব্যাপারে চিকিৎসা বজিঞানীরা একমত যত সমকামীদের এসব রোগ হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নাই। প্রশ্ন নং 10050 থেকে এ ব্যাপারে আরো দকিনর্দিশেনা নবে বলে আশা রাখি।

তোমার রোগের চিকিৎসা নমিনবরণতিভাবে হতে পারে:

এক:

তোমাকে হৃদয় থেকে সত্যিকার অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর দকি ফরি আসতে হবে। অতীতে যা করেছে তার জন্য লজ্জতি হতে হবে। বেশি-বেশি দুয়া করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে আকুত করতে হবে আল্লাহ যনে তোমাকে কৃমা করে দনে। তিনি যনে তোমাকে এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পতে সাহায্য করেন। নিশ্চয় আল্লাহ আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহেরেবান এবং দুয়া কবুলে অধিক নকিটবর্তী। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুন, হত আমার বান্দাগণ, যারা নজিদের উপর



বাড়াবাড়ি করছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হয়ো না। নশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দনে। নশ্চয় তিনি অত্বনত ক্শমাশীল, অত দয়ালু।”[সূরা আল-যুমার, আয়াত: ৫৩]

তাই তুমি আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। কাঁদো, নজিরে মনকে বগিলতি করে অশ্রু ঝরাও, তোমার প্রয়োজন ও দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ চাও। আল্লাহর প্রতি ক্শমাপ্রাপ্তি ও বপিদমুক্তরি ব্যাপারে আশাবাদী হও।

দুই:

নজিরে হৃদয়ে ঈমানরে বীজকে যত্ন করো। যখন এ-বীজ অঙ্কুরতি হয়ে বড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখরোত উভয় জাহানরে কামিয়াবিনিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি ঈমানই (আল্লাহর তাওফকিরে পর) বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি বলনেনি, “ব্যভচারী যখন ব্যভচার করে তখন সে মুমনি অবস্থায় থাকে না।”[সহি বুখারি (২৪৭৫) ও সহি মুসলমি (৫৭)]

তাই ঈমান যখন তোমার হৃদয়কে কর্ষতি করবে, তোমার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে না। আর মুমনি যদি একবার হোঁচট খায় সাথে সাথেই সে চতৈন্যে ফরিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদরে গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলনে, “নশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করছে, যখন শয়তানরে পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদরেকে স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদরে দৃষ্টি খুলে যায়।”[সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০১]

তনি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবসমাজকে যে উপদশে দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করো। সটো হলো ববিহরে উপদশে; যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম হও। তোমার বয়স কম বলে অজুহাত দাঁড় করণি না। কেনো অল্প বয়স ববিহরে পথে প্রতবিন্ধক নয়; কখনো না। যহেতু তোমার বয়ি করা জরুরি, তাই তোমার বলেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে নমিনোকৃত হাদসিটি বর্তাবে। তিনি বলছেন: “হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদরে মধ্যযে যে বয়ি করার ক্শমতাসম্পন্ন সে যনে বয়ি করে ফলে। কেনো দৃষ্টিকে অধিকি অবদমনকারী, যটোনাঙ্গকে অধিকি হফোজতকারী। আর যে তা পারবে না, সে যনে রোজা রাখে, এটা তার জন্য যটোন-উত্তজেনা দমনকারী।”[সহি বুখারি (৫০৬৫) ও সহি মুসলমি (১৪০০)] তুমি নবীর এই উপদশেকে আঁকড়ে ধরো। এতে আল্লাহ চাহে তো মুক্তরি উপায় পাবে।

তোমার মাতা-পতিকে এ ব্যাপারে খোলাখুলি বলে ববিহরে আগ্রহ ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নহে। লজ্জা যনে তোমাকে মাতা-পতির কাছে খোলামলো বলা থেকে বরিত না রাখে সে ব্যাপারে সতরক হও।

ববিহরে ব্যাপারে সরিয়াসলি চিন্তা করো। দারদির্যকে ভয় পয়েো না; আল্লাহ তোমাকে নজি করুণায় অভাবমুক্ত করে



দবেনে। ইরশাদ হয়েছে, “আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অববাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দবেনে। আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, সৎ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “তিনি ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, আল্লাহর পথে জহাদকারী, মূল্য পরিশোধ করার সদচ্ছা আছে এমন মুকাতবে দাস, ইজ্জতের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় বিবাহকারী ব্যক্তি।”[সুনানে তরিমিযি (১৬৫৫), সুনানে নাসায়ি (৩১২০) সুনানে ইবনে মাজাহ (২৫১৮), আলবানি ‘সহীহু তারগবি ওয়াত তারহবি’ গ্রন্থে (১৯১৭) হাদিসটিকে হাসান বলছেন।

চার:

যদি বিবাহ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে আরকেটি সমাধান হল রোজা রাখা। তাহলে তুমি মাসে তিনদিন রোজা রাখার চিন্তা করছ না কেন? অথবা প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারে?

রোজায় তো অনেকে সওয়াব রয়ছে। হাদিসে কুদসিতে এসছে: “আদম সন্তানরে প্রতিটি আমল তার নজিরে; তবে রোজা ব্যতীত। নশিচয় রোজা আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদিন দবি।”[সহি বুখারি (১৯০৪) ও সহি মুসলিম (১১৫১)]

তাকওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা রোজার বধিান দিয়েছেন মরম্বে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসছে। ইরশাদ হয়েছে, “হে মুমনিগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যমেন ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হবে।”[সূরা আল বাকারা, আয়াত:১৮৩]

রোজার মধ্যে যমেনি রয়ছে যতীনতার টানে ছুটে যাওয়া থেকে সুরক্ষা, রয়ছে আল্লাহর কাছে মহা প্রতিদিন প্রাপ্তি; তমেনি রয়ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, কুপ্রবৃত্তি ও ভোগের লিপ্সার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রশিক্ষণ। ভাইটি আমার, তাই অবলম্ববে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নাও। আশা করা যায় আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দবেনে।

পাঁচ:

হারাম জনিসি থেকে দৃষ্টিকে সংযত করত কখনও অবহেলা করবে না। যমেন- অশ্লীল ম্যাগাজনি, নগ্ন ছবি ইত্যাদি; যা অবধৈ যতীনাচার ও মহাপাপে জড়িয়ে পড়তে মানুষকে প্ররোচতি করে এবং মনরে মধ্যে খারাপ প্রভাব গভীরভাবে জহিয়ে রাখে। এসব থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা বলে: “মুমনি পুরুষদের বলে দনি, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানে হফিযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নশিচয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ



সম্যক অবহতি।”[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

জনে রাখ, তুমি যদি হারাম দৃষ্টি থেকে বরিত থাকার ক্ষেত্রে অবহলো কর, তাহলে তুমি শয়তানকে সুযোগ করে দিলে যাতে সে এর পরবর্তী পদক্ষেপকে তোমার সামনে সুশোভিত করে পশে করতে পারে। যহেতু তুমি একবারের জন্য হলেও শয়তানের ইচ্ছার সামনে নতজানু হয়েছে তাই পরেরটার ব্যাপারে সে খুব তৎপর থাকে।

ছয়:

যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি হবে কিংবা এই পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত হবে, তখন স্মরণ করবে যে তোমার এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাল কয়ামতের মাঠে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কি জান না যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এই যতীন ও উদ্যম তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার নয়োমত? এই নয়োমতকে আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কিংবা আল্লাহর নরিদশে অমান্য করার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা কি আদটো তাঁর নয়োমতেরে শুরিয়া?

আরকেটি বিষয়ে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত। আস আমার সাথে আল্লাহ তাআলার বাণীটি পড়: “অবশেষে তারা যখন জাহান্নামেরে কাছে পৌঁছবে, তখন তাদেরে কান, তাদেরে চোখ ও তাদেরে চামড়া তাদেরে বিরুদ্ধে তাদেরে কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দেবে, আর তারা তাদেরে চামড়াগুলোকে বলবে, কনে তোমরা আমাদেরে বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরে বাকশক্তি দিয়েছেন যনি সবকছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্ততি হবে।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ২০-২১]

হাদসি এসছে- আনাস (রাঃ) বলেন: একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে কাছে ছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হসে উঠলনে। এরপর বললনে: “তোমরা কি জান, কি নিয়ে হাসছ? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জাননে। বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নিয়েই হাসছ। বলবে: হে আমার রব! আপন কি জুলুম থেকে আমাকে আশ্রয় দনেন? তনি বললনে: হ্যাঁ। অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি নিজেরে উপর নিজেকে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বধেতা দেবে না। আল্লাহ বললনে: আজ তুমি নিজেরে তোমার উপর সাক্ষী হসিবে যথেষ্ট, আর রকের্ডসংরক্ষণকারী ফরেশে তারাও সাক্ষী হসিবে যথেষ্ট। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে: কথা বলো। তখন তারা তার আমল সম্পর্কে বলবে। অতঃপর তাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। তখন সে বলবে, “তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা নপিত যাও। তোমাদেরে জন্যই আমি শ্রম-মহেনত করতাম?”[সহি মুসলমি (২৯৫৯)]

সাত:

কখনো একাকী নভিত থেকে না। কনেনা একাকীত্ব যতীনবিষয়ে চনিতাকে ডেকে আনে। সময়কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হও।



যমেন- নকে আমল করা, কুরআন তলিাওয়াত করা, যকিরি করা, নামায পড়া ইত্যাদি।

আট:

ফাসকে ও অসৎপ্রবণ ব্যক্তদিয়ে সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে, যতীনউত্তজেক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, যারা গুনাহকে তুচ্ছভাবে পশে করে এবং সটোকের কর্মে পরণিত করতে নরিভয়। ওদেরকে ছড়ে তুমি সৎলোকদের সঙ্গ ধরো; যারা তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাকে সহায়তা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব ও আদর্শেরে হয়ে থাকে। সুতরাং কার সাথে বন্ধুত্ব করছ তা ভবেচেনিতে করো।”[সুনানে তরিমযি (২৩৭৮), আলবানি হাদিসটিকে সহহিত তরিমযি (১৯৩৭) গ্রন্থে ‘হাসান’ বলছেন।

নয়:

যদি ধরে নহি যে দুর্বলতার কোন এক মুহূর্তে তুমি পাপে লিপ্ত হয়ে তব তুমি আর ওদিকে যোগে না। বরং অবলিম্বে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফরি। আশা করি, তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন: “আর যারা কোন কু-কাম করলে অথবা নিজদেরে প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহেরে জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা বার বার করতে থাকে না।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৫]

প্রিয় ভাই! তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ হয়ে না। হুঁশিয়ার, সাবধান! শয়তান যনে তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। তোমাকে যনে কুমন্ত্রণা না দিয়ে যে, আল্লাহ তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। কনেনা আল্লাহ তওবাকারীর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনে।

আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি আশাবাদী তনি তোমার কুপ্রবৃত্তিরে বিপক্ষে তোমাকে সাহায্য করবেন এবং এই মহারোগ থেকে তোমাকে মুক্তি দবনে।

এ বিষয়ে আরও জানার জন্য আমরা তোমাকে “কাইফা তুওয়াজহিস শাহওয়া হাদসি ইলাশ শাবাব ওয়াল ফাতাইয়াত” (কভাবে যতীন কামনাকে মোকাবেলা করবে, তরুণ-তরুণীদের প্রতি কিছু কথা) নামক পুস্তকটি পড়ার পরামর্শ দচ্ছি।